



70291 - কেরবানী করা কার উপর ওয়াজবি? কেরবানী ওয়াজবি হওয়ার জন্য পুরুষ হওয়া কশির্ত?

প্রশ্ন

কেরবানী কার উপর ওয়াজবি? যে গৃহিনীর আয় আছে তার জন্য ককেরবানী দয়া বধৈ হব?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আলমেগণ কেরবানীর হুকুম নিয়ে মতভেদে করছেন: কেরবানী করা কওয়ারাজবি যা পালন না করলে গুনাহ হব; নাকি সুনতে মুয়াক্কাদা যা বরজন করাটা নিন্দনীয়?

বশিদ্ধ মতানুযায়ী কেরবানী করা সুনতে মুয়াক্কাদা। ইতপূর্ববে 36432 নং প্রশ্নটোত্তরে এ বিষয়টি আলোচিত হয়েছে।

কারো জন্য কেরবানী ওয়াজবি হওয়া কথিবা সুনতে হওয়ার জন্য কেরবানীকারীকে ধনী হওয়া শর্ত। অর্থাৎ তার নিজেরে খরচপাতী ও সে যাদরে খরচ চালায় তাদরে খরচপাতরি অতিরিক্ত তার কাছে কেরবানী করার অর্থ থাকা। অতএব, কোন মুসলমানেরে যদি মাসকি বতেন বা আয় থাকে এবং এ বতেন দিয়ে তার খরচ চলে যায়, এর অতিরিক্ত তার কাছে কেরবানীর পশু কোনোর অর্থ থাকে তাহলে সে ব্যক্তি কর্তৃক কেরবানী দয়ার শরয়ি বধান রয়েছে।

কেরবানী করার জন্য ধনী হওয়া শর্ত মরমে দলিল হচ্চে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে বাণী: “যে ব্যক্তির সামর্থ্য আছে অথচ সে কেরবানী করেনি সে যনে আমাদরে ঈদগাহরে নকিটবর্তী না হয়”[সুনানে ইবনে মাজাহ (৩১২৩), আলবানী ‘সহিহ সুনানে ইবনে মাজাহ’ গ্রন্থে হাদিসটিকে ‘হাসান’ বলছেন] এখানে সামর্থ্য দ্বারা উদ্দেশ্য ধনী হওয়া।

প্রতিটি পরিবারেরে পক্ষ থেকে কেরবানী দয়ার বধান রয়েছে। দলিল হচ্চে- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে বাণী: “প্রতিটি পরিবারেরে পক্ষ থেকে প্রতি বছর একটি কেরবানী দয়া ওয়াজবি”[মুসনাদে আহমাদ (২০২০৭)] ইবনে হাজার ‘ফাতহুল বারী’ গ্রন্থে বলেন: হাদিসটির সনদ মজবুত। আলবানী ‘সহিহ সুনানে আবু দাউদ গ্রন্থে (২৭৮৮) হাদিসটিকে ‘হাসান’ বলছেন]

এ বধানেরে ক্ষেত্রে পুরুষ বা নারীর কোন ভেদ নাই। অতএব, কোন নারী যদি একাকী বসবাস করেন কথিবা তাঁর সন্তানদেরকে নিয়ে থাকেন তাহলে তাদেরকে কেরবানী করতে হব।



আল-মাওসুআ আল-ফকিহিয়া গ্রন্থে (৫/৮১) এসছে-

“কোরবানী ওয়াজবি হওয়া কথিবা সুন্নত হওয়ার জন্য পুরুষ হওয়া শর্ত নয়। কোরবানী পুরুষদের উপর যমেন ওয়াজবি হয় তমেনি নারীদের উপরও ওয়াজবি হয়। কারণ ওয়াজবি হওয়ার দলিলগুলো নর-নারী সবাইকে সমানভাবে শামলি করে।”[সংক্ষেপেতি ও সমাপ্ত]

দখুন: আল-মাওসুআ আল-ফকিহিয়া (৫/৭৯-৮১)]

আল্লাহই ভাল জানেন